144 দৈনিক জনতা

তারিখ ...২৬/১০/৯১... পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৬...

প্রসঙ্গ ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

রোকেয়া জামান

দেশের বৃহৎ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে অব্যাহত সন্ত্রাসী তৎপরতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি যে কতো দূর গড়াচ্ছে তা বোধ হয় সমাজের সচেতন মহলের সকলেই কম-বেশি উপলব্ধি করতে পারছেন। বলাবাহুল্য, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক তৎপরতাই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের মূল কারণ। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের সবচেয়ে বড় উপহার হচ্ছে সেশনজট। সেশনজটের কারণে কতো শতো শিক্ষার্থীর জীবনের রঙিন স্বপ্নটুকু ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে, কতো শতো অসহায় অভিভাবকের আশাটুকু শুধু হতাশার রূপ পরিগ্রহ করছে, ক্যাম্পাসে মানুষের বদলে প্রতিদিন কতোজন ড্রাগসেবী, হাইজ্যাকার, বখাটে-লম্পট পয়দা হচ্ছে সে সংবাদ তেমন কেউ না জানলেও কোন্ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ দলের কতো জন কর্মী-নেতা-পাতিনেতা আছেন সে হিসাব রাখার লোকের অভাব সমাজে নেই। স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের এর চেয়ে গ্লানি আর কী হতে পারে।

দেশ-জাতি-রাষ্ট্র সবতো মানুষের সৃষ্টি। সমস্যার উদ্ভব যে সেখানে হবে না এমন তো নয়। কিন্তু সমাধানের জন্যে তো এগিয়ে আসতে হবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আমাদের এই জাতীয় সমস্যাটি যতোই প্রকট আকার ধারণ করছে, সমাধানের চাবি যাদের হাতে তারা ততোই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছেন। ইদানীং কেউ কেউ ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকার মতো বলছেন, 'সেশনজটের জন্যে চাকরির বয়সসীমা বাড়ানো হচ্ছে।' ছেপ্ দিয়ে লেপ দেয়ার এই অপচেষ্টা যে নিতান্তই অযৌক্তিক এবং হাস্যকর তা সহজেই অনুমেয়। একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের জন্যে তার জীবনের সর্বাধিক কতোটি বছর শিক্ষাঙ্গনে পড়ে থাকা সম্ভব সে হিসেব কি একবারও করে দেখেছেন? চাকরির কথা বলছেন; সে দুয়ারে তো বেশ আগে থেকেই তালা ঝুলিয়েছেন। দেশের প্রায় দুই লাখ সরকারি শূন্য পদে নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে। এ ধরনের ছেলে ভুলানো ছলা-কলা দেখিয়ে জাতিকে আপনারা আর কতোদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন? নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখুন, জাতির কর্ণধার সেজে দলীয় স্বার্থের অন্ধমোহের বশবর্তী হয়ে আপনারা তাদের কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছেন? দোহাই আপনাদের, এই দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় জাতিকে আর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিবেন না। এদের সামনে আলোর পথ দেখান। ব্যক্তি বা দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে অন্তত শিক্ষাঙ্গনের এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসানঘটান।

আপনারা যারা জাতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং যারা নেতৃত্বে আসীন হওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছেন, শুধুমাত্র আপনাদের সম্মিলিত সদিচ্ছার উপর নির্ভর করছে জাতির ভাগ্য বিপর্যয়কারী এই সমস্যার সমাধান। বিবেকের কাছে আবারো প্রশ্ন করুন। মানুষ গড়ার পবিত্র আঙিনায় আর কতোদিন রক্তের হোলিখেলা চলতে পারে? ছাত্রদের হাতে কলমের বদলে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর কতোদিন অব্যাহত থাকবে? ক্যাম্পাসকে দলীয় ব্যারাকে পরিণত করে রাখার চেষ্টা আপনারা আর কতদিন করবেন? পিতা-মাতার প্রিয় সন্তানদের আর কত লাশ বানিয়ে ঘরে পাঠাবেন?

সত্যি কথা বলতে কি আজ আমরা আপনাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছি। খেলোয়াড়ী বানরের মতো স্বেচ্ছায় নিজেদের গলে শিকল পরে অপরপ্রান্ত আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি। আপনাদের ইশারা-ইঙ্গিতে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচার অভ্যাসও আয়ত্ত করেছি। অনাহার, বিনা চিকিৎসায় দেশের হাজার হাজার মানুষের অপমৃত্যু, শিক্ষা উপকরণের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা সংকোচন নীতি আজ আমাদের মাথা ব্যথার কারণ হয় না। জানি না আমাদের মধ্যে এই হীনমন্যতা বাসা বেঁধেছে কোন্ কুক্ষণে।

অনেক হয়েছে। আর নয়। এবার নিবৃত্ত হোন। বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কেমন করে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি শান্তির বাণী আর মানব কল্যাণের সুর ধ্বনিত হওয়া শুরু হয়েছে। যখন সকল স্বার্থ-সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সত্য অনুসন্ধিৎসুর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সোভিয়েত নেতা বলতে পারছেন, 'মানব চরিত্রের অবমূল্যায়নকারী কম্যুনিজম চাই না।' অকুণ্ঠ উদারতায় মার্কিন নেতা সগর্বে ঘোষণা করছেন, 'মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা মানুষের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োজন নেই।' তখন কি আপনারা দেশ ও জাতির স্বার্থে শুধু এতটুকুও সমস্বরে বলতে পারবেন না যে, 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস চাই না'। অবশ্যই পারবেন। সকল প্রকার স্বার্থ-সংকীর্ণতাকে পদদলিত করুন। মানব হিতৈষী মনোভাব নিয়ে দেশ ও জাতির স্বার্থে এগিয়ে আসুন। ছাত্র রাজনীতি নির্মূল করতে আমি বলছি না। শিক্ষাঙ্গন, ছাত্র সংসদ এবং আবাসিক হলের আসনকেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে ছাত্রদের নিবৃত্ত করুন। রাজনীতির জন্যে রাজপথ রয়েছে। প্রয়োজনে ছাত্রদেরকে আপনারা সেখানে সংগঠিত করুন। '৫২, '৭১ এবং '৯০-এর মতো আরো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে ছাত্রদের সহায়তা করুন। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনকে আর কলুষিত করবেন না।

বর্তমানের উত্তপ্ত-উত্তাল শিক্ষাঙ্গনকে শান্ত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে সম্মিলিতভাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে দেশ ও জাতির প্রতি আন্তরিক সদিচ্ছা এবং উদারতার পরিচয় দিন।

(১) সম্মানিত শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দলীয় রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা থেকে চিরতরে নিবৃত্ত করুন।

(২) শিক্ষাঙ্গনে উচ্ছৃংখল আচরণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ছাত্র এবং শিক্ষকদের জন্যে পৃথক পৃথক আচরণবিধি প্রণয়ন করুন।

(৩) ছাত্র সংগঠনগুলোকে স্ব স্ব দলের অংগ সংগঠন হিসেবে ব্যবহার না করে আদর্শের কিংবা রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্যারালাল সংগঠন হিসেবে মুক্ত রাজনীতি চর্চার সুযোগদিন।

(৪) বহিরাগত যে কোন রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীকে রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশনিষিদ্ধ করুন।

(৫) ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং এর কার্যক্রম চিরতরে বন্ধ ঘোষণা করুন। ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণমূলক সামষ্টিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষকদের উপর অর্পণ করুন। মনে রাখতে হবে যে, ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই শিক্ষাঙ্গনে অধিকাংশ সন্ত্রাসী ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রেওয়াজ বন্ধ হলে চর দখলের মতো আবাসিক হলের সিট দখলের ক্ষেত্রে সক্রিয় পেশী শক্তিগুলো নিরুৎসাহিত হবে।

(৬) সন্ত্রাস দমনের পাশাপাশি সেশনজট নিরসনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যে একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করুন।

পরিশেষে বলতে হয় আপনাদের এতো কিছু করার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের--আমরা যারা আজ ছাত্র তাদের। আমরা আমাদের অস্তিত্ব এবং ঐতিহ্যকে ভুলতে বসেছি। অতীতে দেশের জনগণের একটা গভীর আস্থা, একটা মমত্ববোধ ছিলো ছাত্র সমাজের প্রতি। ইতিহাস তার সাক্ষ্য। কিন্তু জনগণের সে বিশ্বাস আজ ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের বুলেটবিদ্ধ লাশ দেখে তারা আর হৃদয়াবেগে উদ্বেলিত হয় না। প্রচন্ড আক্রোশে ফেটে পড়ে না অপশক্তির বিরুদ্ধে। একাধিক ছাত্রের খুন হওয়ার চেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা একটা লাশ তাদেরকে বেশি পীড়া দেয়। এই দুঃখজনক পট-পরিবর্তনের জন্যে আমরাই দায়ী। সত্যি কথা বলতে কি, আজ আমরা আপনাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছি। খেলোয়াড়ী বানরের মতো স্বেচ্ছায় নিজেদের গলে শিকল পরে অপর প্রান্ত আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি। আপনাদের ইশারা-ইঙ্গিতে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচার অভ্যাসও আয়ত্ত করেছি। অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় দেশের হাজার হাজার মানুষের অপমৃত্যু, শিক্ষা উপকরণের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা সংকোচন নীতি আজ আমাদের মাথা ব্যথার কারণ হয় না। জানি না কোন্ কুক্ষণে আমাদের মধ্যে বাসা বেঁধেছে এই হীনমন্যতা। জানি না কবে এর অবসান হবে। সচেতন ছাত্র বন্ধুদের প্রতি আমার অনুরোধ আসুন না সম্মিলিতভাবে এই লজ্জাকর পরিস্থিতির অবসান ঘটাই। দলীয় লেজুড়বৃত্তির সংকীর্ণ পথ পরিহার করে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে, দেশের অগণিত বঞ্চিত-লাঞ্ছিত ভুখানাঙ্গা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হই।